The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

# ইমাম খোমেনির কবিতায় সুফি দর্শন
# [Sufi Philosophy in Imam Khomeini's Poetry]

Dr. Md. Zakir Hossain
Ex-PhD Fellow, Department of Persian Language & Literature, University of Rajshahi, Bangladesh

**ARTICLE INFORMATION**

*The Faculty Journal of Arts*
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 24 February 2025
Received in revised: 16 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Sufi Philosophy, Poetry, Imam Khomeini's

**ABSTRACT**

Imam Khomeini (May 17, 1900- June 3, 1989) was a Muslim cleric and Marja, and the political great leader of the 1979 Islamic Revolution of Iran which overthrew Mohammal Reza Shah Pahlavi the last shah of Iran. Following the Revolution, he became grand leader of Iran the paramount figure in the political system of the new Islamic Republic. Imam Khomeini was also a highly influential and innovative Islamic political theorist, Most noted for development of the theory of velayat-e fagih, the guardianship of the jurisconsult. Ayatollah Ruhullah Mousavi khomeini was born in the town of khomein about 300 kilometers south of the capital Tehran, Iran, possibly on May 17, 1900 or September 24, 1902. He received his early education at home and at the local school, until he was 18 years old. In 1921 he commenced his studies in Arak, and the holy city of Qum, Iran. After graduation, he taught Islamic jurisprudence (Sharia), Islamic philosophy and mysticism (Irfan) for many years and wrote numerous books on these subjects. Iman khomeini was the first Iranian cleric to try to refute the outspoken advocacy of secularism in the 1940s. He spent over 14 years in exile in Iraq and France. Imam Khomeini exceptional talen for mystic poetry has turned him into a comprehensive personality which foresees the world and its surroundings issues with deep perception and wisdom. We know that Imam Khomeinis poems are full of insightful mystical and religious expressions.

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলোড়ন সৃষ্টিকারী চরিত্র সম্বলিত ব্যক্তি ছিলেন ইমাম খোমেনি। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ফকিহ, রাজনীতিবিদ, বিপ্লবী নেতা ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের আধকারী। তাঁর রচিত বিখ্যাত "দিওয়ান" গ্রন্থটি বিশ্বের সাহিত্যপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ কাব্য গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল সাবলীল ও প্রাণবন্ত। তিনি কাব্যিক ছন্দরীতিতে মহান প্রতিপালক আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও রহস্যাবলিকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। তাঁর কবিতার এরফানী রূপের দীপ্তি ফারসি আধ্যাত্মিক কবি গুরুদের কবিতার দীপ্তিকে ম্লাঁন করে দিয়েছে। তাঁর কবিতায় ইসলামী অধ্যাত্মবাদ, তাওহীদ, প্রেম ও আত্মিক মুক্তির গভীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, যা সুফি দর্শনের মৌলিক বিষয়ে পরিনত হয়েছে। অনেক রূপক শব্দের ব্যবহার করে তিনি মানব আত্মা ও স্রষ্টার মাঝে প্রেম সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন সুফি ঐতিহ্যের আলোকে। তাঁর কবিতা শুধুই ছন্দের  সৌন্দর্য নয় বরং তা এক অন্তর্দৃষ্টির দরজা খুলে দেয়। যেখানে পাঠক নিজেকে হারিয়ে খুঁজে পেতে পারে আল্লাহর রহস্যময় সান্নিধ্য। ইমাম খোমেনি নিজের কবিতায় সুফি পরিভাষা ব্যবহার করে মানুষের আত্মিক জগত, প্রেম, মায়া ও আল্লাহর সঙ্গে মিলনের আকাংখাকে তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধে তাঁর কবিতার ভিতরকার সুফি দর্শনের প্রধান দিকগুলো আলোচিত হয়েছে।

## ইমাম খোমেনির সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

ইমাম খোমেনি র. ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ২৪ সেপ্টেম্বর ইরানের খোমেইন শহরের এক আধ্যাত্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] এ মহা মনীষীর পুরো নাম হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়েদ রুহুল্লাহ আল মুসাভী আল খোমেনি।[২] তাঁর পিতার নাম আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মোস্তফা মুসাভী। তাঁর মাতার নাম হাজেরা আগা খানম। তাঁরা তিন ভাই তিন বোন ছিলেন। তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে ছোট। ইমাম খোমেনি বাল্যকাল থেকেই খুবই মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৩] তাঁর জীবনের প্রথম ১৭ বছর নিজ জন্মভূমি খোমেনেই কাটে। ১৯১৯ সালে তিনি ধর্মীয় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আরাক গমন করেন। তৎকালীন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা আব্দুল করীম হায়েরি তখন আরাকে বসবাস করতেন।[৪] ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়াতুল্লাহ হায়েরীর সাথে আরাক ছেড়ে শিক্ষা নগরী কোমে চলে যান।[৫] সেখানে তিনি

বিখ্যাত আলেম মুহাম্মদ তাকী খুনসারী এবং ইয়াসরিব কাশানীর নিকট ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। দর্শন শিক্ষালাভ করেন সাইয়্যেদ আবুল হাসান কাযভীনীর কাছে। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা গ্রহণ করেন শেখ মুহাম্মদ রেযা ইসফানীর নিকট। শেখ আলী আকবর ইয়াসদীর কাছে জ্যোতির্বিদ্যা, মীর্জা শাহ আবাদী ও মীর্জা জাওয়াদ মিলকী তাবরীযীর কাছে রহস্যবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন।[৬] ইমাম খোমেনি মাত্র ২৭ বছর বয়সেই তৎকালীন সময়ে কোমের একজন শ্রেষ্ঠ মুদাররেস, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুফতি, দার্শনিক আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৭] ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ. তিনি দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে কোমের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর কর্মজীবনের যাত্রা শুরু করেন। এ সময় কোমের শত শত ছাত্র এমনকি ধর্মশাস্ত্রবিদগণও তাঁর ক্লাশে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ছাত্রদের আত্মিক পরিশুদ্ধি, রুহানী শক্তি ও নৈতিকতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিতেন।[৮] ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ. স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে তাঁর ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনের অবসান ঘটে। এসময় তিনি গ্রেফতার হয়ে তুরস্কে নির্বাসিত হন।[৯] ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ইরানী সরকারের চাপে তুরস্ক সরকার তাঁকে ইরাকে পাঠিয়ে দেন।[১০] প্রায় ১৩ বছর ইরাকের নাজাফ আশরাফে নিবার্সন জীবন কাটানোর পর ইরান ও ইরাক সরকারের চাপে বাধ্য হয়ে তিনি ফ্রান্সে চলে যান।[১১] ফ্রান্সে ৪/৫ মাস কাটানোর পর ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের চুড়ান্ত ক্ষেত্র তৈরী হলে মুহাম্মদ রেযা শাহ ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে, প্রাণ ভয়ে দেশ ছেড়ে পলায়ন করলে ইমাম খোমেনি প্রিয় জন্মভূতিতে ফিরে এসে ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠন করে ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠা করে প্রায় দশ বছর দেশ পরিচালনা করে পৃথিবীতে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[১২] ইমাম খোমেনি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ২৭ বছর বয়সে তেহরানের বিশিষ্ট ব্যক্তি আয়াতুল্লাহ সাকাফীর কন্যা খাদিজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন খাদিজার বয়স ছিল ১৫ বছর। তাঁরা দুপুত্র এবং তিন কন্যা সন্তান লাভ করেন।[১৩] ইমাম খোমেনি ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে. ৩ জুন রোজ শনিবার ইরানী সময় ১০টা ২০ মিনিটে ঘটনাবহুল দীর্ঘ জীবন শেষে ৮৭ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়ে মহান রবের সান্নিধ্যে পাড়ি দেন।[১৪]

**ইমাম খোমেনির গ্রন্থাবলি পর্যালোচনা**

ইমাম খোমেনির দীর্ঘ ছাত্রজীবনে এবং ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে জাতির মুক্তির জন্য বক্তৃতা, বিবৃতি ছাড়াও বহু মূল্যবান গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। ইমাম খোমেনি রচিত কয়েকটি মুল্যবান গ্রন্থের আলোচনা করা হলোঃ

**কাশফুল আসরার (کشف الاسرار)**

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পেক্ষাপটের আলোকে ইমাম খোমেনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এ মুল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি রাজনৈতিকভাবে রেযা শাহের ইসলাম বিরোধী কার্যাবলীর কঠোর সমালোচনা করেন। এ গ্রন্থটির রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি নিজেই বলেন - শেখ মাহদী নামে কোমের একজন পথভ্রষ্ট আলেম শাহের সরকারের নিকট থেকে অর্থ প্রাপ্তির লোভে ইসলামের অবমাননামূলক আসরারে হেযার সালে নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে। আমি (খোমেইনী) তার প্রতিবাদে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে কাশফুল আসরার নামক গ্রন্থটি রচনা করি। ৩৩৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থে তাওহীদের গুরুত্ব নবুয়ত, ইমামাত, হুকুমতে ফকীহ, শিরক বিদয়াত, মুর্তি পুজা, মোজেযা, শাফায়াত ও জিহাদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন।[১৫]

**জেহাদে আকবার ইয়া মুবাররেযে বা নাফস (جهاد اکبر یا مبارزه با نفس)**

ইমাম খোমেনি যখন ইরাকের নাযাফে অবস্থান করেন তখন তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে সকল বক্তৃতামালার সমষ্টিই হল জেহাদে আকবার নামক গ্রন্থ। এটি একটি নৈতিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি ইমাম খোমেনির কীর্তি সংরক্ষণ ও প্রচার ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১৬] এ গ্রন্থে ইমাম খোমেনি দুনিয়ার মানুষকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

قدم را الهی کنید ، حب دنیا را از دل بیرون نمایید. آن وقت می توانید مبارزه کنید.[১৭]

আল্লাহর পথে চল। দুনিয়ার প্রেম যদি হৃদয় থেকে বের না হয়। তাহলে নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

**হুকুমাতে ইসলামী ইয়া বেলায়াতে ফকীহ حکومات اسلامیه یا ولایت فقیه**

এই গ্রন্থটি ইমাম খোমেনির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে তিনি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এবং পন্থা সর্ম্পকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এ গ্রন্থটিও তাঁর ইরাকের নাযাফে অবস্থানকালে বিভিন্ন বক্তৃতামালার সমষ্টি।[১৮] এ গ্রন্থটি সর্ব প্রথম ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

**দিওয়ানে ইমাম খোমেনি (دیوان امام خمینی)**

ইমাম খোমেনির এ কাব্য গ্রন্থে মোট ১৫৬৩টি পংক্তি রয়েছে। তার মধ্যে ১৪৯টি গজল (গীতিকাব্য) ৯৮ টি রুবাই (চতুষ্পদী কবিতা) ৩টি কাসিদা ২টি মুসাম্মাত, ১টি তারজিবান্দ এবং ২১টি কেতয়া (টুকরা কবিতা) ।[১৯] তাঁর জীবনের যৌবনকাল থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত যে সকল কবিতা লিখেছেন তার সবই এ গ্রন্থে সংকলিত হয়। ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থটি বিখ্যাত দিওয়ানে ইমাম নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইমাম খোমেনির কবিতার মূল বিষয়বস্তুই হল খোদাপ্রেম বা সুফি দর্শন। আর তা ফার্সি সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি সা'দী, হাফিজ, রুমী, আত্তার ও জামীর কথা স্বরণ করিয়ে দেয়।[২০] এ গ্রন্থের একটি শ্লোক নিম্নরূপ,

**من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم**

**چشم بیمار تو را  دیدم و بیمار شدم**[২১]

প্রিয়া তোমার অধর তিলে হলাম আমি গ্রেফতার

তোমার নেশামাখা চাহনী দেখে আমার হয় বিমার।

**ইমাম খোমেনির কাব্যে সুফি দর্শন**

সুফিবাদ বা সুফি দর্শন আল কুরআনের পরিভাষায় তাযকিয়ায়ে নাফস হিসাবে পরিচিত। পারিভাষিক অর্থে অধ্যাত্মবাদ, সুফিবাদ, তাসাউফ, দীনদারী, মুক্তিসন্ধান, খোদাপ্রেম ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষার অনুপ্রেরণা থেকে উৎসারিত। আত্মসংশোধন, আত্মসংযম, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সত্যের উদঘাটন ও আত্ম -নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীলতা প্রভৃতি ধারণাগুলোর উপর সুফীবাদ প্রতিষ্ঠিত।[২২] সুফিবাদ বা অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে ইমাম খোমেনি বলেন, অধ্যাত্মবাদ হল আল্লাহ তাঁর সিফাতসমূহ, তাঁর নামসমূহের জ্যোতিসমূহ এবং তাঁর সকল কর্মসমূহকে নিজের উপস্থিত জ্ঞান এবং অর্ন্তচক্ষু দিয়ে পর্যবেক্ষন করার যোগ্যতা অর্জন। আর আধ্যাত্মিক সাধক হল ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদাবস্থায় আল্লাহকে ছাড়া অন্য কিছু অনুসন্ধ্যান করেনা।[২৩] সুফিবাদ হল একটি ইসলামী আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মা সম্পর্কিত বক্তব্য এর মুখ্য আলোচ্য বিষয়। আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনই এ দর্শনের মুলকথা।[২৪] প্রেম-ভালবাসাই হচ্ছে জীবনের মূল রহস্য। প্রেম থেকেই এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি, প্রেমেই এর বিধৃতি এবং এর কারণেই নবতর সৃষ্টির লক্ষ্যে বস্তু জগৎ বিলীন হয়ে যাবে। এ প্রেম বিশুদ্ধ, খাঁটি ও নিঃস্বার্থ। মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী প্রেমকে বিশ্বের আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। তাই সুফিবাদের মূল সুর হল প্রেম।[২৫] সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিক প্রেম সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক বলেন,

﴿سَنُرِيهِمْ ايَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُ الْحَقّ﴾[২৬]

‘আমি শীঘ্রই তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী প্রকাশ করব বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ওটাই চির সত্য।’

وَنَحْنُ أَقْرَبُ الَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ[২৭]

আর আমি তার শাহরগের চেয়েও নিকটবর্তী।

وَهُوَ مُعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِير[২৮]

‘তোমরা সেখানেই থাক তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথে থাকেন। আর তোমরা যা কিছু কর তা আল্লাহ দেখেন।’

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيمَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ[২৯]

যারা আমার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, আমি তাদেরকে আমার পথ দেখাবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীল দের সাথে থাকেন।

আল কুরআনের পাশাপাশি আল হাদীসেও সুফি দর্শন বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। নবী করীম (স) বলেন,

قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اَلَيَّ شِبراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تقرب إلى ذراعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةٌ[৩০]

রাসূল সা. বলেন-মহান আল্লাহ বলেন, বান্দা যখন আমার দিকে আধ হাত এগিয়ে আসে আমি অখন তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে আমি তখন তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি অখন তার দিকে দৌড়িয়ে যাই। নবী করীম সা. আরও বলেন,

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَازَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِا النُّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَمْسَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا[৩১]

রাসুল স. বলেন- মহান আল্লাহ বলেন- আমার বান্দা যে সব  কাজ দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল সে সব কাজ যা আমি তার উপর ফরজ করেছি। এছাড়াও আমার বান্দা নফল কাজ দ্বারা ক্রমাগত আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এভাবে এক সময় সে আমার প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়। যখন সে আমার প্রিয় বান্দা হয়ে যায়, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যে কান দিয়ে সে শ্রবণ করে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যার যে পা দিয়ে সে চলা-ফেরা করে। ইমাম খোমেনির মতে আল্লাহর মারিফাত ইসলামী হুকুম আহকাম পালন ছাড়া মূল্যহীন। তাই তিনি বলেন প্রত্যেকটি মুসলমানের, অবশ্য কর্তব্য হল, পরিত্র কুরআন অনুসারে, জীবনযাপন করা। কেননা মানব জীবনের ইহকালীন এবং পরকালীন সকল বিষয় পবিত্র কুরআনে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।[৩২] ইমাম খোমেনির আধ্যামিক ব্যক্তিত্বের

মুল্যায়ন করতে গিয়ে The life of Imam Khomeini গ্রন্থে বলা হয়েছে, The Imam's gnosticism which was manifested in his high and heavenly soul, and disclosed existence in a holy witnessing A refined soul which with the grace of his pleasant breaths filled the surface of the earth with the scent of his godly presence, and Left signs of delivera -me on whatever place he passed by. [৩৩] ইমাম খোমেনির কবিতায় সুফি দর্শনের বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যা প্রাতিটি পাঠককে জ্ঞান অন্বেষণের পথ দেখায়। ইমাম খোমেনি নিজেই একজন আরেফ ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি মনে করতেন যিনি সত্যিকারের আরেফ তার কর্তব্য হল মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি আহবান করা এবং উভয় জগতে সাফল্যের পথ দেখানো। মহান আল্লাহর ভয় সাথে নিয়ে আত্মশুদ্ধির উচ্চ মাকামে পৌঁছে যাওয়া। তিনি সবসময় মহান আল্লাহকে প্রিয়বন্ধু ও সাহায্যকারী ভাবতেন।[৩৪] তিনি বলেন,

**هر جا که شدم از تو ندایی نشنیدم**

**جز ازیت و بتخانه اثر هیچ ندیدم**

**آفاق پر از غلغله است ازتو و هرگز**

**با گوش که خود به صدایی نرسیدم**[৩৫]

'পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি তোমার ডাক ছাড়া অন্য কিছু শুনিনি
মুর্তিও মুর্তি খানায় তোমার নিদর্শন ছাড়া অন্য কিছুই দেখিনি
তোমার অমীয় বাণীর শোরগোল দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছে
তোমার বাণী ছাড়া নিজ কর্মে আমার কানে অন্য কিছু পৌঁছেনি।'

**রুপক শব্দের ব্যবহার**

ইমাম খোমেনি ইরানের সুফী কবিদের মত তাঁর মনের আকুতি প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক রূপক শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেগুলো বাহ্যিক অর্থে ব্যহৃত হয়নি বরং আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর কবিতায় সচিত্র ফুটে উঠেছে বাহ্যিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধির সাধনা। তাঁর কাব্য সাহিত্যের মূল দর্শনই হল মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন। এ জন্য তিনি অনেক রূপক শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন,

**میخانه، شراب، عشق، ساقی، خال، چشم، لب**

অর্থাৎ, শুড়িখানা, মদ, প্রেম, মদ পরিবেশনকারী, ঠোঁট, তিল, চোখ ইত্যাদি। উপরোক্ত শব্দগুলো কবি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন

**میخانه** (শুড়খানা)- আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র যেখানে আত্মা নিজেকে হারিয়ে দিয়ে খোদায়ী প্রেমে বিলীন হয়।

**شراب** (মদ)- খোদায়ীপ্রেম/ভালবাসার নেশা এই মদ কোন বস্তুগত তরল নয়; বরং তা হচ্ছে এমন আত্মিক আস্বাদন বা বান্দাকে নিজস্ব অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেয়।

**عشق** (প্রেম/ভালবাসা)- খোদা প্রেম, পরম সত্তার প্রতি নিখাদ ভালবাসা। আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ আত্মসমর্পন এবং নাফসের বিলুপ্তি।

**ساقی** (মদ পরিবেশক)- আধ্যাত্মিক গাইড (পীর) বা আল্লাহ নিজেই যিনি বান্দাকে প্রেমের মদ পরিবেশন করবেন। সাকি সেই সত্তা যিনি খোদায়ী জ্ঞান ঢেলে দেন।

**خال** (তিল)- খোদায়ী সৌন্দর্যের প্রতিক- এই ছোট তিল খোদায়ী সত্তার এমন এক আকর্ষন যা প্রেমিককে উদ্ভ্রান্ত করে তোলে।

**چشم** (চোখ)- আল্লাহর সৌন্দর্য ও দয়া প্রকাশের রুপক। প্রেমিকের প্রতি ধ্যান, প্রতীক্ষা আত্মিক সংযোগের মাধ্যম।

**لب** (ঠোঁট)- বাহ্যিক আকর্ষণ মায়া, আলোকিত বানী ওলীদের মুখের কথা বা দোয়ার প্রতিক ও হতে পারে।

**من به خال لبت ای دوست! گرفتار شدم**

**چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم**[৩৬]

'প্রিয়া তোমার অধর তিলে হলাম আমি গ্রেফতার
তোমার নেশামাখা চাহনি দেখে আমার হয় বিমার।'

**اگر دل بسته ای بر عشق جانان، جای خالی کن!**

**که این میخانه هر گز نیست چه ما وای بیدلها**[৩৭]

যদি প্রিয়ার প্রেমে হৃদয়কে বাঁধতে চাও তবে জায়গা খালি কর
কেননা এ শুড়িখানা হৃদয়হীনের কোন আশ্রয়স্থল কখনো নয়।

**همه در عید به صحرا و گلستان بروند**

**من سر مست ز میخانه کنم رو به خدا**[৩৮]

ঈদে সকলে পথে-প্রান্তরে, ও ফুল বাগানে ছুটাছুটি করছে
আমি নেশাগ্রস্থাবস্থায় শরাবখানা থেকে আল্লাহর প্রতি মুখ ফিরাচ্ছি।

**الا یا ایها الساقی ! برون بر حسرت دلها**

**که جامت حل نماید یکسره اسرار مشکلها**

**به می بر بند راه عقل را از خانقاه دل**

**که این دارالجنون هرگز نباشد جای عاقلها**[৩৯]

হে সাকী। হৃদয়ের অনুতাপগুলো বের করে দাও
সমাজের লোকেরা জানে না গোপন সমস্যার সমাধান
হৃদয়কে জ্ঞানের পথে মদ দ্বারা খানকায় বেঁধে রাখ
কখনো যেন জ্ঞানগৃহ থেকে পাগলামী গৃহে না থাকে।

**بگذارید که از بتکده یادی بکنم**

**من که با دست بت میکده بیدار شدم**[৪০]

ছাড় আমায় করব স্মরণ প্রিয়াকে মুর্তি পূজার মন্দির
শুড়িখানার মুর্তির হাতে পেলাম চেতন জিন্দেগীর।'

**খোদায়ীপ্রেম ও আত্মদহন**

ইমাম খোমেনি শুধুমাত্র একজন বিপ্লবী নেতাই ছিলেন না বরং ছিলেন একজন দার্শনিক, আধ্যাত্মিক সাধক কবি। তাঁর কবিতায় সুফি দর্শনের গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় প্রেম একটি প্রধান উপজীব্য তবে এটি দেহগত বা পার্থিব প্রেম নয় বরং এক দহনশীল আত্মিক প্রেম। কবি বলেন,

**من خواستار جام از دست دلبرم**

**این راز باکه گویم و این غم کجا برم**

**جان باختم به حسرت دیدار روی دوست**

**پر وانه دور شمع واسپند آذرم**[৪১]

প্রিয়ার হাত থেকে মদের পিয়ালা পাওয়ার ইচ্ছা করেছি
এ গোপন কথা কাকে বলব এবং এ দুঃখ কোথায় রাখব
প্রিয়ার চেহেরা দেখার অনুতাপে প্রাণ শেষ হয়ে গেল
এসফান্দে প্রজাপতির মত প্রদীপে পুড়ে দগ্ধ হব।'

**عمر را پایان رسید و یارم از در در نیامد**

**قصه ام آخر شد و این غصّه را آخر نیامد**

**جام مرگ آمد به دستم جام می هرگز ندیدم**

**سالها بر من گذشت و لطفی از دلبر نیامد**[৪২]

'বয়স আমার হল শেষ প্রিয়া মোর দরজায় এলো না
গল্প আমার হল শেষ কিন্তু এ দুঃখের শেষ হলো না
মৃত্যুর পিয়ালা এলো হাতে, মদের পেয়ালা এলো না
অনেক বছর হল পার, কিন্তু প্রিয়ার দয়াতো এলো না

**جلوه کن در جبل قلب من ای یار عزیز**

**ناچو موسی بشود زنده دل غافل من**[৪৩]

হে প্রিয় বন্ধু আমার, ঘাসের পাহাড়কে আলোকিত কর
মুসার মত, যেন আমার আসল হৃদয় জীবিত হয়।

### হিজর (বিচ্ছেদ) ও লিকা (দর্শন) এর পীড়া ও কামনা

ইমাম খোমেনি ইরানের বঞ্চিত-অবহেলিত, গরীব দুখী এবং জুলুমের স্বীকার মানুষকে তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি এবং সমাজের সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার দূর এবং ঈমানের ভিত্তিতে সকলেই সমান ও ভাই ভাই এ আধ্যাত্মিক দর্শন প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদান রাখেন। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মাঝে মাঝে যখনই সুযোগ পেতেন তখনই একান্ত গোপনে তাঁর প্রিয় বন্ধুর সাথে অন্তরের চাওয়া পাওয়ার আকুতি গুলো প্রকাশ করতেন। কেঁদে কেঁদে চোখের পানিতে যেন অগ্নিকাণ্ড নির্বাপিত করেছেন। প্রিয় বন্ধু থেকে আলাদা থাকার কষ্টগুলো কবিতার ভাষায় প্রিয় বন্ধুকে বার বার বলার চেষ্টা করেছেন।[৪৪] সুফি সাহিত্যে আল্লাহর দর্শন লাভের জন্য বিচ্ছেদের বেদনা একটি মৌলিক অনুভূতি। খোমেনির কবিতায় এই হিজর (বিচ্ছেদ) ও লিকা (দর্শন) এর আকুতি হৃদয় বিদারক ভাবে প্রকাশ পায় কবির ভাষায়,

**لذت عشق تو را جز عاشق محزون نداند**

**رنج لذت بخش هجران را بجز مجنون نداند**[৪৫]

'তোমার প্রেমের স্বাদ, ব্যথিত প্রেমিক ছাড়া কেউ জানে না,
বিচ্ছেদ-বেদনার, কষ্টের স্বাদ মজনু ছাড়া কেউ জানে না।'

কবি বলেন,

**هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال**

**با که گویم که در ین پرده چهامی بینم**[৪৬]

সর্বদা আপন খেয়ালে তোমার চেহারার ছবি আঁকছি
কাকে বলল, আমি পর্দার ভিতরে যা দেখতে পাচ্ছি।

**مرا رها کنید در این رنج بی‌حساب**

**با قلب غالب پاره پاره و با سینه ای کباب**

**عمری گذ شت در غم هجران روی دوست**

**مرغم درون آتش و ماهی برون آب**[৪৭]

এ সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা কর
হৃদয় টুকরো টুকরো এবং বক্ষ পুড়ে কাবাব হল
প্রিয় বস্তু থেকে পৃথক হওয়ার দুঃখের মধ্যে জীবন কাটল
প্রাণ পাখি আগুনে এবং মাছ পানি থেকে বের হয়ে গেল।

### আত্মনিগ্রহ ও ভক্তি

সুফি দর্শনের মূল কথাই হচ্ছে, মহান আল্লাহর পরম সৌন্দর্য মণ্ডিত আকাশমণ্ডলী এবং এ পৃথিবীর আলোই হচ্ছে মহান আল্লাহ। এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই মহান আল্লাহর আলোতে উদ্ভাসিত এবং আলোকিত। যে ব্যক্তি এ আলো অর্জন করতে পারবে সে অবশ্যই আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবে।[৪৮] মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾[৪৯]

আসমানসমূহ এবং জমিনের আলোই মহান আল্লাহ।

সুতরাং মহান আল্লাহর আলোতে আলোকিত হতে হলে আপন সত্তাকে আল্লাহর রঙে রঙিন করতে হবে তবেই অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছা যাবে। তাঁর কবিতায় দুনিয়ার মোহ, অহংকার, বাহ্যিকতা ছেড়ে খোদারপথে আত্মাকে বিলীন করে 'আমি'-কে মুছে ফেলে 'তুমি'-তে মিশে যাওয়ার আহবান রয়েছে। আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার যেসব রাস্তা রয়েছে কবি খোমেনি সেসব দুর্গম রাস্তার সন্ধান দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। যেমন,

**فارغ از خود شدم و کوس انا الحق بزدم**

**همچو منصور خریدار سردار شدم**[৫০]

'আমিত্ব মোর তালাক দিয়ে পিটালাম ঢোল আনাল হক
মুনসুরের মতই আমিও যায় ফাঁসিতে মরণ তক।

**دل که آشفته ی روی تو نباشد دل نیست**

**آنکه دیوانه ی خال تو نشد عاقل نیست**

**مستی عاشق دلباخه از باده ی توست**

**بجز این مستیم از عمر دگر حاصل نیست**[৫১]

যে মন তোমার রূপনেশায় নয় পাগল সে প্রকৃত মন নয়
যে তোমার তিলের তরে নয় পাগল সে প্রকৃত জ্ঞানী নয়
প্রেমিকের হৃদয় নেশাগ্রস্থ হয় শুধুমাত্র তোমার মদিরায়
এ মাতলামী ছাড়া আমার জীবনে নেই অন্য কোন আয়।

**আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন**

ইমাম খোমেনির কবিতা পড়লে সুফি দর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় যা তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও ইসলামী ইরফান চর্চার প্রতিফলন। তিনি নিজেও আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন করেছেন এবং এর শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা তিনি ইবফানের জ্ঞান দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। মারিফতের জ্ঞান মানুষকে সুপথ দেখায় কবি বলেন,

**علم و عرفان به خرابات ندارد راهی**

**که به منزلگه عشاق ره باطل نیست**[৫২]

আধ্যাত্মিকতার রাস্তায় কোন নষ্টামী নাই
প্রেমিকাদের আশ্রয়স্থলে কোন মিথ্যা নাই।”

**آن کس که ره معرفة الله بوید**

**پیوسته زهر ذره خدا می جوید**

**تا هستی خویشتن فرامش نکند**

**خواهد که از شرک عطر وحدت بوید**[৫৩]

ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর মা’রিফাতের রাস্তায় যুক্ত হবে
সে আল্লাহর সকল বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে
সে নিজের অস্তিত্ব কখনোই ভুলে যাবে না
সে শির্ক মুক্ত হয়ে একত্ববাদের সুগন্ধ লাভ করবে।

**লোক দেখানো ইবাদত বর্জনীয়**

ইমাম খোমেনি লোক দেখানো ইবাদত পছন্দ করেন না তাই তিনি তাঁর কবিতায় একাগ্রচিত্ত ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রত্যেক ইবাদতে প্রেমপূর্ণভাব থাকা প্রয়োজন। একাগ্রচিত্ত ও প্রেমবিহীন ইবাদত লোক দেখানো, মানুষ খুশি করাও শিরক ছাড়া আর কিছুই না। মানুষের ইবাদত তিনভাগে বিভক্ত, এক. কিছুলোক আল্লাহর ভয়ে ইবাদত করে, এটা গোলামদের ইবাদত। দুই. কিছুলোক সওয়াব ও পুরস্কারের আশায় ইবাদত করে। এটা শ্রমিকদের ইবাদত। তিন. আবার কিছু লোক শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি অগাধ প্রেমও আকর্ষণ নিয়ে ইবাদাত করে, এটা মুক্তিপ্রাপ্তদের ইবাদত এবং এটাই হচ্ছে সার্বোত্তম ইবাদত। একান্ত প্রেমপূর্ণ ইবাদতই আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। জাহান্নামের ভয় বা জান্নাতের আশা ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান স্রষ্টার সাক্ষাৎ লাভ। যদি আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া যায় তবে জান্নাতের সকল নিয়ামত পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি মহান আল্লাহর দিদার লাভ না হয় তবে জান্নাতুল মাওয়া বা জান্নাতুল আবরার লাভ করা এবং জাহান্নামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।[৫৪]

**این عبادتها که ما کردیم خویش کاسبی است**

**دعوی اخلاص با این خود پرستیها چه شد؟**[৫৫]

এ ইবাদতগুলো যা আমরা করেছি তাহল খুব ভালো ব্যবসা
নিজের এ ইবাদতগুলোর সাথে খাঁটি দোয়া কি হয়েছে?

**عیب خود گویم به عمرم من نکردم بندگی**

**این عبادتها بود سرمایه ی شرمندگی**

**دعوی ایاک نعبد یک دروغی بیش نیست**

**من که در جان و سرم باشد هوای بندگی**[৫৬]

আমার, দোষ বলি, যৌবনকালে করিনি কোন বন্দেগী
শুধুমাত্র লজ্জার সম্পদ ছিল এ সকল বন্দেগী
শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি এ দোয়া মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়
আমার বাসনা হৃদয়ও মন থেকে হোক সকল বন্দেগী।

**این خرقه ی ملوث و سجاده ی ریا**
**آیا شود که بر در میخانه بر درم؟**[৫৭]

নোংরা এ জুব্বাখানি এবং লোক দেখানো জায়নামাজ
পারবে কি নিতে আমায় যেথায় আছে শরাব রাজ?

**আল্লাহর সাথে সখ্যতার চেষ্টা**

ইমাম খোমেনির কবিতায় মহান আল্লাহপ্রেম অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে। তিনি আল্লাহপ্রেমের আত্মসমর্পণের কথা বলেন। সেই প্রেমের জন্য নিজ সত্তার বিলীনতা কামনা করেন যা সুফি দর্শনের মূল ভাব। পবিত্র প্রেম অপবিত্র হোক এটা তিনি কখনোই চাননি। আল্লাহ প্রেমের শরাব তিনি সব সময় পান করতে চেষ্টা করেছেন।

**غم عشق تو به جان است و نگویم به کسی:**
**که در این بادیه ی غمزده غمخواری نیست**
**درد من ، عشق تو و بستر من بستر مرگ**
**جز توام هیچ طبیبی و پرستاری نیست**[৫৮]

অন্তরে রয়েছে তোমার প্রেমের দুঃখ আমি কাউকেই বলব না
কেননা এ মরুভূমিতে দুঃখ বলা, দুঃখ পাওয়া ছাড়া কিছুই না
আমার কষ্ট, তোমার প্রেম ও বিছানা আমার জন্য মৃত্যু বিছানা
তুমি ছাড়া আমার জন্য কেউ ডাক্তার ও সেবিকা নাই।

**عشقت اندر دل ویرانه ی ما منزل کرد**
**آشنا آمد و بیگانه مرا زین دل کرد**[৫৯]

তোমার প্রেম আমার হৃদয়কে ধ্বংশীল বাড়িতে পরিণত করেছে
বন্ধু এসেছে এবং আমার এ হৃদয়কে অপরিচিত করে তুলেছে।

**سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو!**
**جمال یار ز گلبرگ سبز تابان شد**[৬০]

কান পেতে শোন বাগানে পাখিদের থেকে প্রেমের গান
প্রিয়ার সৌন্দর্য থেকে ফুলের পাপড়ি সবুজ ও উজ্জ্বল হয়েছে।

**উপসংহার**

ইতিহাস স্বীকৃত সূর্যের আলোরমত স্পষ্ট কথা হচ্ছে, ইমাম খোমেনির লিখনীতে আল কুরআন এবং আল হাদীসের মর্মবাণী অনুসৃত হয়েছে। তিনি কাব্যিক ছন্দরীতিতে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছেন। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ-সরল এবং খুবই প্রাঞ্জল। তাঁর কবিতার উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং রূপকের প্রয়োগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর মানবিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনাগুলো প্রকাশের জন্য আধ্যাত্মিক প্রেমের মহৌষধ ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতা সুফি দর্শনের গভীর প্রভাব বহন করে। যেখানে আল্লাহপ্রেম, আত্মসমর্পন, রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সত্য তুলে ধরেছেন। ইমাম খোমেনির কবিতা তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ইসলামী ইরফান এবং সুফি দর্শনের সংমিশ্রণের এক অপূর্ব নিদর্শন। তাঁর কবিতায় আল্লাহ প্রেমে আত্মসমর্পণ, সত্তার বিলয় (ফানা), আত্মার পরিশুদ্ধি (তাযকিয়ায়ে নাফস) এর যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা পারস্য সুফি কাব্যধারা অনুসরণ করলেও তা ইসলামী শরঈ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মদ, সাকী ও প্রেমিকার মতো প্রতীকগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাঁর রচনার আধ্যাত্মিক পথযাত্রার রূপকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম খোমেনি নিজেই ছিলেন একজন মুজতাহিদ, আরেফ ও কবি। তাই তাঁর কবিতা শুধু সাহিত্য নয়, বরং আত্মার রূহানী উন্নয়নের পথনির্দেশনা। তাঁর কবিতায় সুফিবাদের, আধ্যাত্মিক দিক যেমন শক্তিশালী তেমনি তা ইসলামী চিন্তাধারার একত্রীকরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং ইমাম খোমেনির কবিতা সুফি দর্শনের চিরায়ত মূল্যের আধুনিক ভাষ্য, যা একজন ঈমানদার আত্মার উন্নয়ন, আত্ম-উত্তরণ ও আল্লাহর সঙ্গে মিলনের (ওসুল ইলাল্লাহ) দিকে আহবান করে।

**টীকা ও তথ্যনির্দেশ**

[১] *The Oxford Encylopedia of the Modern Islamic world*, vol. 2 (New York: Oxford University Press. 1995), p. 427.

[২] ড. মুহাম্মদ মঈন, *ফারহাঙ্গে ফার্সি*, ৫ম খণ্ড (তেহরান: মুআসসেসেয়ে এনতেশারাতে আমীর কাবির, ১৯৯৬. খ্রি.), পৃ. ৪৮৫।

[৩] *Childrens Encyclopedia Britannica*. Vol. 10 (London: Encyclopedia Britannica Inc. 1991), p. 208.

[৪] *Hamed Algar The Roots of the Islamic Revolution* (London: The Open Press, 1983), P.43

[৫] মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন, *ইমাম খোমেনি*, (মুর্শিদাবাদ: জীবাক প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৬।

[৬] রাজাবী মুহাম্মদ হাসান, *জেন্দেগীনামেয়ে সিয়াসীয়ে ইমাম খোমেনি* (তেহরান: মারকাযে ফারহাঙ্গে কেবলে, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১২১।

[৭] আলোর পথে, *ইমাম খোমেনির আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক আসিয়তনামা* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৮।

[৮] হামীদ আনসারী, *হাদীসে বীদারী (যেন্দেগীনামেয়ে অরমানী, ইলমী ওয়া সিয়াসীয়ে ইমাম খোমেনি)* (তেহরান: মুআসসেসেয়ে তানযীম ওয়া অসারে ইমাম খোমেনি, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২০।

[৯] রেযা শো'বানী, *কিতাবে ইরান (গোযিদেয়ে তারিখে ইরান)* (তেহরান: মারকাযে ফারহাঙ্গীয়ে বেইনুল মেলালী, ২০০২ খ্রি.), পৃ.৩৮৭।

[১০] *Mahjubah*, Year. 10, Serial No.79 (Tehran: Islamic Thought Foundation), p. 9.

[১১] *হাদীসে বীদায়ী*, পৃ. ১০০।

[১২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি), পৃ. ১৮৩, ।

[১৩] আমিররেযা সাতুদে, *পা বে পায়ে আফতার (গোফতেহা ওয়া নাগোফতেহা আয যেন্দেগীয়ে ইমাম খোমেনি)*, ১ম খণ্ড (তেহরান: নাশরে পানজেরে, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৩০; *Mahjubah*, p. 9.

[১৪] *The Oxford Encylopedia of the Modern Islamic world*, vol. 2, p. 427.

[১৫] মুহাম্মদ হাদী মিফতাহ, *বাররাসীয়ে আবয়াদে এলমীয়ে শাখসিয়্যাতে হযরত ইমাম খোমেইনী* (তেহরান: এন্তেশারাতে সেদা ওয়া সীমায়ে জামহুরিয়ে ইসলামীয়ে ইরান, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১০।

[১৬] ইমাম খোমেনি, *জেহাদে আকবার ইয়া মুবাররেযে বা নাফস* (তেহরান: মুআসসেয়ে তানযীম ওয়া নাশরে অসারে ইমাম খোমেনি, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ৮।

[১৭] *জেহাদে আকবার*, পৃ. ৭১।

[১৮] *Imam Khomeini*, Islamic Government, Translator. Hamed Algar (Tehran: The institute gor com. pilation and Publication of Iman khomeini's Works, 2002), p. XIX.

[১৯] ইমাম খোমেনি, *দীওয়ানে ইমাম*, মাজমুয়ে আশয়ারে ইমাম খোমেনি, আলী আকবর রেশাদ সংকলিত (তেহরান: মুআসসেসেরে তানযীম ওয়া নাশরে অসারে ইমাম খোমেনি, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ২২।

[২০] *ইমাম খোমেনির কবিতা*, মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন খান (অনূদিত) (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২২।

[২১] *দীওয়ানে ইমাম* (মাজমুয়ে আশায়ারে ইমাম খোমেনি (র.)), পৃ. ১৩৫।

[২২] জ্যোতি, *একটি সংস্কৃতিক ও গবেষণাধর্মী ত্রৈমাসিক*, মোঃ আশরাফ উদ্দিন খান (সম্পা.) ২য় বর্ষ, সংখ্যা ৪র্থ (ঢাকা: জহির উদ্দীন মাহমুদ কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৪ খ্রি.) পৃ ৩৫।

[২৩] *বাররাসিয়ে আবয়াদে এলমীর শাখসিয়াতে হযরত ইমাম খোমেনি*, পৃ.১৯৪।

[২৪] *বাংলাপিডিয়া*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি. ), পৃ. ২২২।

[২৫] মনির উদ্দীন ইউসুদ, *রুমীর মসনবী* (ঢাকা: ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৩৭৩ বাংলা), পৃ. ০৯।

[২৬] হামীম সাজদাহ: ৫৩।

[২৭] সূরা কাফ: ১৬।

[২৮] সূরা হাদীদ, আয়াত: ০৪।

[২৯] সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৯

[৩০] ইমাম মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র.), *রিয়াদুস সালেহীন*, ১ম খণ্ড, মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী (অনু.) (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ২০০৫), পৃ. ৯৯।

[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

[৩২] ইমাম খোমেনি, *কালেমাতে কাসার (পান্দহা ও হেকমতহা)*, (তেহরান: মুআসসেসেয়ে তানযাম ওয়া নাশরে অসারে ইমাম খোমেনি, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪৩।

[৩৩] Dr. Sayyid Ali Qaderi, *the life Imam Khomein Trans Ed. M.J. Khalili and Dr. Salar Manafi Anari* (Tehran: The Institute for compilation and pub of Imam Khomeinis works, 2001), p. 12.

[৩৪] *বন্ধুর স্মরণে (হযরত ইমাম খোমেনির (র.) এর স্মৃতি)* (ঢাকা: কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ১১।

[৩৫] দীওয়ানে ইমাম, *মাজমুয়ে আশায়ারে ইমাম খোমেনি (র)*, পৃ. ১৪০।

[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

[৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।
[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
[৪০] *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫।
[৪১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪।
[৪২] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯১।
[৪৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৮।
[৪৪] ইমাম খোমেনি, *দীওয়ানে ইমাম খোমেনি* (তেহরান: মুআসসেরে তানযীম ওয়া নাশরে অসারে ইমাম খোমেনি, ১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ২০।
[৪৫] দীওয়ান ইমাম, *মাজমুয়ে আশায়ারে ইমাম খোমেনি (র)*, পৃ. ৯২।
[৪৬] *দীওয়ানে ইমাম খোমেনি*, পৃ. ২১।
[৪৭] দীওয়ানে ইমাম, *মাজমুয়ে আশায়ারে ইমাম খোমেনি*, পৃ. ৪৪।
[৪৮] ইমাম খোমেনি, *তাফসীরে সূরায়ে মুবারকে হামদ* (তেহরান: তাহীয়ে ওয়া তানযীম আয আলী আসগর রাব্বানী খালখালী, ১৪০০ হিজরী), পৃ. ৪৪।
[৪৯] সুরা আন-নূর, আয়াত: ৩৫।
[৫০] দীওয়ানে ইমাম, *মাজমুয়ে আশায়ারে ইমাম খোমেনি*, পৃ. ১৩৫।
[৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।
[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১।
[৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯।
[৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।
[৫৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২।
[৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪।
[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
[৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৬।
[৬০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।